

Rupmadhuri- A Collection of Love Poetry

- Parthiva Sinha

Bankura Sammilani College

Bankura, West Bengal

জানি

জানি প্রেমের স্বপ্ন গুলো হয় না সবার পূরণ,
আবেগ প্রবণ মানুষ গুলোর প্রেম করা তাই বারন।
তবুও কেন প্রেমের জোয়ার আসছে আমার মনে,
তোমার কথা ভাবছে কেন হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে!
স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা তুমিই আমার হিয়া,
'ভালোবাসি' বলতে নারি ওগো আমার প্রিয়া।
কত কিছু লুকিয়ে আছে এই হৃদয়ের মাঝে,
হৃদয় থাকলে তবেই মানুষ প্রেমের ভাষা বোঝে।
আজকে আমি নতুন করে শুনলাম একটা গান,
গানের ভাষা শুনে আমার জুড়িয়ে গেল প্রাণ।
আদি কাল থেকেই মানুষ শোনে সে সব গান,
যাতে আছে প্রেম বিরহ, মান আর অভিমান।
যে সব গানে বিরহ আছে, আছে করুণ সুর,
যে সব গানের ভাষা গুলো দুঃখে তে ভরপুর।
বাস্তবে আমি চাই না প্রিয়া শুনতে করুণ সুর,
প্রেমের সুধা মাখব গায়ে, তুমিই প্রেমের নূর।

একা

১০৮ টি নীল কমলে

মায়ের পূজো করি,

মায়ের পূজোয় বসেও প্রিয়া

তোমায় আমি স্মরি।

গোধুলী গিয়ে সন্ধ্যা নামবে

আসবে নিকষ রাত্রি,

অন্ধকারের মজা আলাদা

তুমি হলে সহযাত্রী।

তুমি তুমি তুমি ভেবে

কেটেছে কত দিন,

এবার আমার কাছে এসে

মেটাও প্রেমের ঋণ।

জানি প্রিয়া জানি আমি

এসব মিছে কল্পনা,

স্বপ্নের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে

আঁকব নতুন আল্পনা।

সবার আছে বন্ধু বান্ধব

সবার আছে সই,

এ জীবনে বড্ড একা

আমার প্রিয়া কই।

প্রিয়তমা

ওগো প্রিয়তমা,

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখি কত,

তোমার বুকে মাথা রেখেই

হব আমি নত।

তোমায় ঘিরে স্বপ্ন জাগে মনে,

দূরের থেকে ভালোবাসি

আমি যে গোপনে।

তোমার প্রেমের বাগে,

ভ্রমর হয়ে গান শোনাবো

আমি, বেহাগ রাগে।

তোমায় আপন করে পাওয়ার

ইচ্ছে বড় জাগে।

পারব কি এনে দিতে তোমায়

সিংহলের ঐ মোতি!

তবুও তুমি আমার প্রিয়া

প্রাণের পদ্মাবতী।

তোমায় ভালোবাসি,

পারি না গো বলতে তোমায়

মুখ ফুটে প্রকাশি।

জড়িয়ে তোমায় রাখব ধরে

ভালোবেসে কত,

জন্ম থেকে জন্মান্তর

এভাবেই হবে গত।

ভালোবেসে প্রিয়তমা

হাতটা আমার ধরো,

সাত জন্মের সার্থী হবো

হবো না তো কারো।

তুমিই হোলে প্রিয়তমা মোর

স্বপ্নেতে দেখা কামিনী,

তোমাকে ভালোবেসেই আমার

কেটেছে হাজার যামিনী।

কতবার তুমি বলেছো স্বপ্নে

এসো মোর প্রিয়তম,

তোমার প্রেম যে পবিত্র অতি

ঈশ্বর প্রেম সমা

শোনো প্রিয়তমা, পৃথিবীর বুকে

আমি এক মুসাফির,

জীবন যুদ্ধে পরাজিত আমি

ভাঙাচোরা তাগদীর।

বার বার আমি স্বপ্নে দেখেছি

স্বপ্নে বেসেছি ভালো,

চাইছি আমার আঙিনাতে তুমি

প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

আমি তো পারি না অভিনয় প্রিয়া,

পারি না নোয়াতে মাথা,

তোমার জন্য আমার হৃদয়ে

প্রেমের আসন পাতা।

সে আসনে তুমি বিরাজিত হলে,

স্বপ্ন হবে সফল।

নতুন করে গড়বো ধূলায়

প্রেমের তাজমহল।

অধরা প্রেম

আমার প্রেমের নীল আকাশে আজও ওঠেনি তারা,
একা জীবনে চলতে চলতে হয়নি তো পথ হারা।
প্রেমকে পাওয়ার জন্য জীবনে হেঁটেছি অনেক পথ,
কোথায় প্রেম! অধরা আজও, পুরেনি গো মনোরথ।
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছি দিগন্ত রেখায়,
যেখান থেকে মহাকাশ খুব নিকটে দেখায়।
ঈশ্বরের এই মহাকাশে ফুটেছে কত তারা,
তাদের রূপ আর সৌন্দর্যে হয়েছি পাগল পারা।
মহাকাশে দেখেছি আমি সপ্ত ঋষির খেলা,
সপ্ত ঋষির সাথে যত তারকাদের মেলা।
সবার মধ্যে সন্ধ্যা তারাকে মোর হৃদয় ধরে,
তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হৃদয় আনন্দে যায় ভরে।
তবুও তাকে বলতে পারিনি, "তোমায় ভালোবাসি",
মনের গোপনে আঁকা রয়ে গেছে তার সুমিষ্ট হাসি।

কল্পনা

হাজার রঙিন স্বপ্ন আজকে চাইছে মেলতে ডানা,

কল্পনাতে ভাসছে তারা, নেইকো কোনো মানা।

কল্পনাতে দেখছে তারা প্রিয়ার হাসিমুখ,

কল্পনাতেই পাচ্ছে তারা জানি পরম সুখ।

কল্পনা গুলো আছে বলেই জীবন এতো মধুর,

কল্পনাতেই দেখি আমি মিষ্টি মুখ বধূর।

বাস্তব আর কল্পনাতে একটুও মিল নাই,

কল্পনাতেই তবু প্রিয়া চরম শান্তি পাই।□

নিশি স্বপ্নে কল্পনাগুলো দেয় আমাকে দোলা,

এমন মধুর স্বপ্নকে কি যাই গো প্রিয়া ভোলা?

স্বপ্ন গুলো সজ্জিত থাক মনের আঙিনায়,

বাস্তবে যে আমার কোনো প্রিয়তমা নাই।□

কত ভেবে কল্পনা করি প্রিয়ার হাসি মুখ,

কল্পনাতেই প্রিয়তমা দেয় যে তৃপ্তি সুখ।

জানি এমন প্রিয়তমা নেই গো ভবের মাঝে,

আমার প্রিয়া কল্পনাতে আমাতেই বিরাজে।

কামিনীর প্রেম

মধুযামিনীতে বলিল কামিনী

ভালোবাসো আরো মোরে,
বাধা দেব না গো যেতে চাও যদি
যেও গো বন্ধু ভোরে।
ভাবুক কামিনী বলিল সোহাগে
"তুমি মোর প্রিয়তম,
অভাগীর তুমি প্রথম প্রেম
তুমি ঈশ্বর সম"।
বলিলাম আমি, আমি মুসাফির
যেতে তো আমায় হবে,
প্রেমের নতুন স্বপ্ন দেখব
আবার মিলিব যবে।
আঁখি ছলছল বলিল কামিনী
রজনী এখনো বাকি,
এখনি যাওয়ার কথা কেন বলো,
কেন দিতে চাও ফাঁকি?
মুসাফির জানে কাটবে রজনী
আসবে নতুন ভোর,
সবাই কাজে ব্যস্ত হবে
কে নেবে কার খবর!
কামিনীর প্রেম গভীর নিশিতে

হারিয়ে যাবে তা জানি,

তবুও এ প্রেম পবিত্র বড়

মন থেকে আমি মানি।

কামিনী

আমার একলা জীবনের সঙ্গী তুমি

তুমি প্রেমের "কামিনী",

তোমায় ভালোবেসে কাটাই

আমার দুখের যামিনী।

"কামিনী " আমার কল্পনা তুমি

স্বপ্নে দেখা ছবি,

পূর্ণিমার চাঁদের আলো

ঊষা কালের রবি।

কামিনী, আমি চাই না

তোমার, সুগন্ধের ভাগ,

দুঃখে তুমি কাতর হলে

দিও আমায় ডাক।

লুকানো প্রেম

মেঘ কিন্তু সব দিন বৃষ্টি কে ভালোবাসে,

চাঁদ কিন্তু চাঁদনীর রূপে মুচকি মুচকি হাসে ।
চাঁদ যে কত লাজুক স্বভাবের সবাই তো জানে,
তবুও চাঁদের গায়ে কলঙ্ক লাগার কি মানে!
ভদ্র শান্ত লাজুক চাঁদ মিষ্টি হাসি হাসে ,
তার সাথেই তো মেঘের বুকে হাজার তারা ভাসে ।
তারা রা কিন্তু সবাই চাঁদকে ভালোবাসে ।
মেঘ বৃষ্টির ভালোবাসা ও প্রেম কাহিনী,
কালও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে জানি ।

নতুন প্রভাত

প্রতিদিনই নতুন করে নতুন প্রভাত আসে,

হৃদয় আমার নতুন করে দুঃখ সুখে ভাসে ।
সবাই তো চায় নতুন প্রভাত ভালোবাসায় ভাসুক,
নতুন প্রভাত নতুন আশার স্বপ্ন নিয়ে আসুক ।
নতুন প্রভাত আসে আবার হয়ে যায় সে গত ,
আবার নতুন প্রভাত এলে করি যে স্বাগত ।
এমনি ভাবে জীবনে রোজ নতুন প্রভাত আসে,
হৃদয় আমার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভাসে ।
স্বপ্ন গুলো হয় না সত্য স্বপ্নই রয়ে যায়,
বিধাতার কলমে মানুষ বড় অসহায় ।
পাখির মিষ্টি মধুর গানে হৃদয় ভরে রোজ,
দুঃখ কষ্ট লুকিয়ে রাখি, কেউ নেয় না খোঁজ ।
হতাশা মুক্ত জীবন কিভাবে গড়ব আমি বল ?
দেখ না কেমন ভাগ্য দেবী করেছে নতুন ছল!
ভালো খুঁজে খুঁজে আমি এগিয়ে চলি পথে,
আমাকে যে উঠতে হবে জীবন স্বর্ণ রথে ।
অন্তরে যা কিছু ছিলো বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব,
গোরখপুরে গোরখনাথের ভাবছি হব শিষ্য ।
ভালো মন্দ সঙ্গে নিয়েই জীবনের পথ চলা,
খুবই কষ্টের, এই সমাজে সত্য কথা বলা ।

তুই যে আমার

তুই যে আমার ভালোবাসা সবার সেরা,
তুই যে আমার প্রেম আকাশে সন্ধ্যা তারা,
তুই যে আমার রূপকথার জীয়েন কাঠি,
যন্ত্রণা ভরা জীবনে প্রেমের প্রথম চিঠি
তুই যে আমার রূপ কথার প্রাণ ভমরা,
আমার কাছে তুই যে রাণী সেরার সেরা।
আমার ভালোবাসা কেন বুঝিস না রে তুই,
তুই যে আমার প্রথম প্রেমের মিষ্টি ফুল জুঁই।
আমায় ছেড়ে পারবি ধরতে সত্যি কারো হাত?
পারবি হাতে শয্যা সঙ্গী অন্য কারো সাথে?
অন্য কারো বধু হাতে পারবি কি রে তুই?
বলনা আমার প্রেমের বাগে প্রথম ফোটা জুঁই!
পারবি দিতে সন্ধ্যা প্রদীপ অন্য কারো ঘরে?
পারবি কি তুই থাকতে সুখে আমায় একা করে?
তুই যদি তাতে হোস রে খুশি আমিও খুশি তায়,
তোকে ভেবে চাঁদকে দেখব প্রতি পূর্ণিমায়।
চাঁদকে ভাববো 'তুই' 'আছিস আমার প্রেমা কাশে,
পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ঐ আমার প্রিয়া হাসে।
এমনি ভাবে কাটাব রাত প্রতি পূর্ণিমায়,

তবুও তুই ভালোভাবে থাকবি রে সেথায়।
সেথা খুঁজে পাবি রে তুই তোর সুখের ঘর,
স্বামী নিয়ে ঘর করবি,আমি হব পরা
তবুও রাণী তোকে আমি ভালোবেসে যাব,
প্রতি পূর্ণিমাতে তোকে নতুন করে পাব।
মনের আঙিনা জুড়ে উঠবে যখন চাঁদ,
কল্পনাতে তোকে পেতে পাতব মায়ার ফাঁদ।

তোর বুকে

তোকে নিয়ে বাঁধব আমি
ছেঁট্ট একটি ঘর,
বিশ্বাস রেখে ভালোবেসে
হাতটা আমার ধরা
আমার চোখে তুই যে রাণী
তুই যে প্রিয়তমা,
আমার যত সুখ দুঃখ
তোর কাছেতে জমা।
আবেগে নয় মনের থেকে
ভালো বাসি তোকে,
আমার যত স্বর্গ সুখ

রয়েছে তোর বুকো।
তোর বুকোতে মাথা রেখে
শুব আমি রোজ,
হারিয়ে যাব তোর বুকোতে
রাখব না কারো খোঁজ।
তোর বুকোতে আছে মধু
শক্তি জোগায় কাজে,
তোর বুকোতে হারিয়ে যাব
পাবে না কেউ খুঁজে।
তোর বুকোতে লেখা আছে
আমার শুভ নাম,
তোর বুকোতে মাথা রেখে
মিটবে মনস কাম।
তোর বুকটা সেরার সেরা
মনের থেকে মানি,
আমার প্রেমের রাজ্যে ও বুক
সুখ স্বপ্নের খনি।

নীল খামে

যখন শরীর জুড়ে নামবে ক্লাস্তি, মনে তে অবসাদ,

আমায় জড়িয়ে ধরবি রে রাণী ভুলে সব বিবাদ।
আমাকে আঘাত করে যদি তোর কষ্ট লাগে,
তাহলে বলনা কেন করিস', আঘাত তুই আমাকে ?
কত ঝগড়া করিত তুই, রাতে আসে না ঘুম,
আঘাত না করে ভালোবেসে রাণী আমার ওষ্ঠ চুমা
এ ওষ্ঠ যে পবিত্র অতি, স্পর্শ পাইনি কেউ !
উথলে ওঠে পরশ পেতে নীলাচলের ঢেউ।
আঘাতও করিস কেঁদেও মরিস , এ কেমন ভালোবাসা !
এতো দুঃখ কষ্ট দিয়েও মেটে না তোর আশা ?
গত নিশিখে দেখলাম আকাশে কত তারার মেলা,
অরুণধোতী স্বাতীর সাথে সপ্ত ঋষির খেলা !
তোর শরীর জুড়ে শিহরণ জাগে আমার কথা ভেবে,
কষ্টটাকে কর অনুভব সারা রাত্রি জেগে।
আমাকে একা করে দিয়ে একা লাগে তোর?
সারা নিশি জেগে কাটে, আসে নতুন ভোর !
আমাকে ভালোবেসে যদি প্রেমের জ্যেৎস্না নামে,
লিখে পাঠাবি একটা কবিতা, " নীল ছবি আঁকা খামে "।

স্বর্গের ঠিকানা

তুই যে আমার সাত জন্মের সার্থী,

তোর জন্যই এ জন্মেও জেগে পোহাই রাতি ।
তুই যে আমার সাত জন্মের রাণী,
তোর কাছেই সুখ দুঃখ এটাই আমি জানি ।
তুই না বললেও বলতাম "আমি তোকেই ভালবাসি ",
আমার উদার প্রেম আকাশে তুই যে পূর্ণ শশি ।
ছাড় না রাণী, রাগ অভিমান ঝগড়া বিবাদ যত,
জড়িয়ে ভালোবাস না আবার গত জন্মের মত,
কল্পনাতে তোর বুকেতে মাথা রেখে শুই,
গত জন্মের প্রেমের কথা নতুন করে কই,
তুই আমাকে বলবি, "পাগল, ছাড় না এবার হাত ",
অনেক সময় হল গত, রাঁধতে হবে ভাত ।
আমি বলব ছাড় তো রাণী রান্না বান্না সব,
চুপ করে শোন পাখির মুখে প্রেমের কলরব!
চল না আমরা জড়িয়ে ধরে কাটিয়ে দিই এই রাত,
আবার রাণী রাখ না আমার হাতের ওপর হাত ।
তোর হাতের ওপর হাত থাকলে রুদ্ধ হয় মুখ,
ঝিমিয়ে পড়ি মাতাল হয়ে, পাই যে স্বর্গ সুখ ।
ঝগড়া করে করিস নে তুই বঞ্চিত আমায়,
তোর বুকেতে মাথা রেখে চরম শান্তি পাই ।
স্বর্গ আমি চাই না রাণী, সব সেথা অজানা,

তোর বুকেতেই পেয়ে গেছি স্বর্গের ঠিকানা।

স্বপ্নের প্রেম

জ্যোৎস্না রাতে মেঘেদের বুকে কার প্রেম তরী ভাসছে,
সেই তরনীতে ফুল রেণু মেখে কার প্রিয়তমা হাসছে !
চাঁদের আলোতে মেঘ উজ্জ্বল তবু নেই কোনো ভরসা,
সহসা বাদল ছেয়ে যেতে পারে হাতে পারে ঘন বরষা।
পৃথিবীকে ছেড়ে মন যেতে চাই আজ মেঘেদের বুকেতে,
জ্যোৎস্না স্নাত তরনীতে বসা প্রিয়তমার ছোঁয়া পেতে।
স্বপ্নেতে পাখা মেলে উড়ে যাই যেখানে তরনী ভাসছে,
স্বপ্নের রূপ মন অপরূপ প্রিয়তমা সেথা হাসছে।
গিয়ে দেখি সেথা প্রিয়তমা একা, প্রিয়তমা সুন্দর ফুল,
উদাস নয়নে কার পানে চেয়ে, কার প্রেমে সে যে মসগুল!
নিশি অবসানে তার পানে ছুটে হাজার অলি আসবে,
তাদের প্রেমে আর ভালোবাসা পেয়ে প্রিয়তমা সুখে ভাসবে।
যেই ভাবি আমি এই কথা খানি পৃথিবীতে মন ছুটে যায়,
ফিরে দেখি, আকাশের বুকে ভাসা তরনীতে প্রিয়তমা নাই!
নিশি ভোর হল যেতে হবে একা, লক্ষ্য এখনো বহু দূর,
চারিদিকে সোনা আলোতে রাঙিল, ছড়াল সোনার রোদুর।

অমর প্রেম

এতো ভালোবাসিস বলেই, লাগে রে খুব ভয়,
তোর ভালোবাসায় মেনে নিলাম পরাজয়।
এতো ভালোবেসেও কেন কষ্ট দিস রাণী?
আঘাত করে নিজেও কাঁদিস আমি এটা জানি
বার বার আঘাত করিস,ভাঙিস আমার মন,
তবুও তুই আঁকড়ে থাকিস যেন দুঃস্বপন।
মনে রাখিস আমিও পাল্টা আঘাত করতে জানি,
আমার আঘাত সহ্য করতে পারবি না তুই রাণী।
তাই তো তোকে ভালোবেসে বলি মহারাণী,
তোকে তাই তো কোনো আঘাত করব না রে রাণী।
তোর চরম ভালোবাসা বাড়ায় মনে ক্ষুধা,
তোর প্রেমের বাণীর মধ্যে আছে অমৃত সুধা।
তাইতো আদর করি তোর প্রেমের শতদলে,
মাঝে মাঝে দলিস কেন তোর চরণতলে ?
এমন করে কষ্ট দেওয়া তোর কি রাণী শোভে?
দেব তোকে এমন প্রেম, যা অমর হয়ে রবে।
ভুল করলে আমায় করতে দিবি সংস্কার,
ক্ষমা চেয়ে তোর অগ্রে করব নমস্কার।